শিকড়

২য় মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

শিকড়

উপদেষ্টা

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

কোর্স পরিচালক

ড. সফিকুল ইসলাম
উপরিচালক (উপসচিব)
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মায়মুনা বিনতে মাসুদ
কোর্স সমন্বয়ক
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

সম্পাদনায়

পলাশ চন্দ্র সূত্রধর

স্যুভেনির কমিটি

পলাশ চন্দ্র সূত্রধর	সভাপতি
সাইদুর রহমান সবুজ	সদস্য সচিব
সিফাত উল্লা চৌধুরী	সদস্য
মোঃ আব্দুর রশিদ	সদস্য
হাবিবুর রহমান	সদস্য
রতন চন্দ্র ধর	সদস্য
সাব্বির জামান রাসেল	সদস্য

প্রকাশকাল

২৪ এপ্রিল ২০২৪

ডিজাইন ও মুদ্রণ

স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং ঢাকা
srout.ac@gmail.com
7192316-7,01819251898

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্যোগে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় আয়োজিত ২য় মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের ৩০ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণকালীন স্মৃতিময় দিনগুলোকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি স্মরণিকা শিকড় প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সৃজনশীল প্রচেষ্টার জন্য আমি তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

বিএফআইডিসি তথা এ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি বিশ্বাস করি বর্ণিত মৌলিক প্রশিক্ষণটি বিএফআইডিসির কর্মচারীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ করবে, যা বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়াতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং কার্যকর সমাধানের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০৪১ তথা স্মার্ট ও উন্নত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে কাজ করবেন বলে আমি আশা রাখি।

পরিশেষে আমি এই সৃজনশীল প্রচেষ্টার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

কোর্স সমন্বয়ক
২য় মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

বাণী

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা পরিচালিত বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফআইডিসি) কর্মকর্তাদের ২য় মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাঁদের আনন্দময় স্মৃতিগুলো ধারণ করতে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের নিবিড় ব্যস্ততার মধ্যে স্মরণিকা প্রকাশের মতো সৃজনশীল প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে সহকর্মীদের এ উদ্যোগে গর্বিত বোধ করছি। আমার বিশ্বাস শিকড় প্রশিক্ষণার্থীদের পারস্পরিক যোগাযোগের সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। একজন সফল ও দক্ষ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সক্ষম করার অভিপ্রায়ে এই প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্বশীলতার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

এই প্রকাশনার সাথে জড়িত থেকে যারা এর কলেবর সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রশিক্ষণার্থীগণ সেবার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবেন, এই আমার প্রত্যাশা।

আমি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সুস্বাস্থ্য এবং সফল কর্মময় ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

জয়বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মায়মুনা বিনতে মাসুদ

সভাপতি
স্মরণিকা কমিটি
২য় মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি), ঢাকা

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের মানব সম্পদ উন্নয়নে যুগান্তকারী উদ্যোগ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য "মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স"। আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় আয়োজিত বিএফআইডিসির ২য় মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ৩৮ দিনের এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই। সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে এ কোর্সের সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হলো **শিকড়**।

শিকড় আমাদের এই ৩০ দিনের প্রশিক্ষণের মুহূর্তগুলো স্মরণে রাখার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মধ্যেই প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকে ফিরে পেয়েছেন নিজেদের সুপ্ত প্রতিভাকে, যা মনের অজান্তে অগোচরেই সুপ্তাবস্থায় ছিল। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে সামান্য অবসরে **শিকড়** কাজ করেছে অনুপ্রেরণার মতো। আমরা যেন সবাই কবি। আমাদের কবিতা, সাহিত্যের রস, চিত্রকরের ক্যামেরার লেন্স যেন একযোগে তাল মিলিয়েছে সেই প্রেরণার হাত ধরেই।

কোর্স ম্যানেজমেন্ট ও প্রশাসনের সাথে জড়িত সকলের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও আন্তরিকতা, স্মরণিকা কমিটির সদস্যমণ্ডলির অক্লান্ত পরিশ্রম ও একাগ্রতা ছাড়া এ দুরূহ কাজ সম্ভব ছিলো না। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিলো সার্বিকভাবে পূর্ণতা দান করার।

এ স্মরণিকা আমাদের ৩০ দিনের অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলো ধরে রাখবে বলে আমি আশা করছি। সময়ের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত নিবেদন রইলো।

পলাশ চন্দ্র সূত্রধর

কোর্স পরিচালনা পর্ষদ

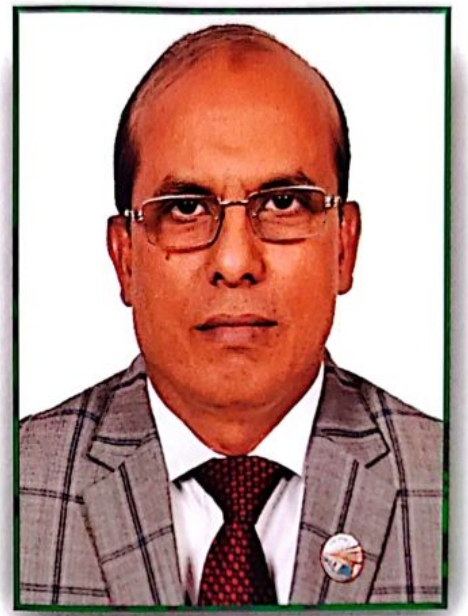

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
উপদেষ্টা

ড. সফিকুল ইসলাম
উপরিচালক (উপসচিব)
কোর্স পরিচালক

মায়মুনা বিনতে মাসুদ
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও
কোর্স সমন্বয়ক

স্মরণিকা কমিটি

তথ্য ও প্রযুক্তি কমিটি

ভ্রমণ কমিটি

মেস কমিটি

খেলাধুলা কমিটি

সাংস্কৃতিক কমিটি

আউটফিট কমিটি

সালমা আক্তার
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- রাবার বিভাগ, বিএফআইডিসি সদর দপ্তর, ঢাকা
- ময়মনসিংহ
- ০১৬০৯ ৮৫০৪৯২
- salmaakter850492@gmail.com

পলাশ চন্দ্র সূত্রধর
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- চেয়ারম্যানের একান্ত শাখা বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা
- ময়মনসিংহ
- ০১৭৪০ ৮২১৪৬০
- palash.bfidc@gmail.com

হাবিবুর রহমান
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- সাধারণ সেবা শাখা, বিএফআইডিসি সদর দপ্তর, ঢাকা
- রাজবাড়ী
- ০১৫১৫ ২৪৯৪৪৩
- habibbsbr91@gmail.com

রতন চন্দ্র ধর
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- ক্রয় শাখা, বিএফআইডিসি সদর দপ্তর, ঢাকা
- ঢাকা
- ০১৯৮৯ ৬৬৭৩৯৯
- ratandhar105@gmail.com

মোহাম্মদ আজিম আনোয়ার
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- পরিচালক (উৎপাদন ও বাণিজ্য)-এর একান্ত শাখা, বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা
- ফেনী
- ০১৭২২ ৯৯১১৪৯
- azimanwar2612@gmail.com

নাসির উদ্দিন
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- আইন ও বোর্ড শাখা বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা
- শরীয়তপুর
- ০১৭২৪ ৫৮৭৪০৩
- ma.kha1991@gmail.com

সাইদুর রহমান সবুজ
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা বিএফআইডিসি, সদর দপ্তর, ঢাকা
- ভোলা
- ০১৯৫৫ ০৯৭০৭১
- saydurrahmansobuj218@gmail.com

মাজাহারুল
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- প্রশাসন শাখা, বিএফআইডিসি সদর দপ্তর, ঢাকা
- গাজীপুর
- ০১৬২০ ১৭৭৭৬৭
- mazaharulmollahneloy@gm

মোঃ সিফাত উল্লা চৌধুরী
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, রাবার বিভাগ সিলেট জোন, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
- মৌলভীবাজার
- ০১৭১৭ ৯১৭৪৪৯
- shuhagcc@gmail.com

মিন্টু দাশ
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্র

- বিএফআইডিসি, রাবার বিভা
চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম
- চট্টগ্রাম
- ০১৮২৩ ৭৬৪৩০০
- mintumssctg@gmail.co

মোঃ শাহীন উদ্দিন
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, এলপিসি, কাপ্তাই রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
- চট্টগ্রাম
- ০১৮২৭ ৬৭৯৬৬০
- shahinfsn@gmail.com

মোঃ নোমানুর রহমান
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, সন্তোষপুর রাবার বাগান, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ
- টাংগাইল
- ০১৭৫৭ ৯৭৯০৫৩
- nomanurrahman3@gmail.com

মোঃ শাহিনুর ইসলাম
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, কাঞ্চননগর রাবার বাগান, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- জয়পুরহাট
- ০১৭১০ ১৪৫০৫৪
- shahi0077@gmail.com

জেসমিন খাতুন
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- রাবার বিক্রয় শাখা, বিএফআইডিসি সদর দপ্তর, ঢাকা
- যশোর
- ০১৫৩৩ ৪০৮৫৫০
- jesminbfidc@gmail.com

মোঃ আনোয়ার হোসেন
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, রাবার বিভাগ, টাংগাইল-শেরপুর জোন, মধুপুর, টাংগাইল
- সিরাজগঞ্জ
- ০১৭৮৪ ৪৭৫১৪৬
- hossainanowar25@gmail.com

মোঃ আমিনুল ইসলাম
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, রাবার বিভাগ চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম
- কুড়িগ্রাম
- ০১৭৩৮ ৫৯২৯৮৭
- 01738592987a@gmail.com

মোঃ আমিনুল ইসলাম
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, কমলাপুর রাবার বাগান, মধুপুর, টংগাইল
- রংপুর
- ০১৭২২ ৯৮৬৯৭১
- aminulislammo15@gmail.com

শাকিলা নাসরিন
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, পীরগাছা রাবার বাগান, মধুপুর, টাংগাইল
- টাংগাইল
- ০১৬০০ ১৭০৭৮৩
- shakilashampa1236@gmail.com

মোঃ আল-আমিন রাজীব
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, দাঁতমারা রাবার বাগান, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- বগুড়া
- ০১৭২২ ৪৪৪২৯৪
- alaminrajib1996@gmail.com

মোঃ শহিদুল ইসলাম
নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, তারাখোঁ রাবার বাগান, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সিরাজগঞ্জ
- ০১৭২৪ ৮৫৭১৬২
- shahidul8584@gmail.com

শংকর রায়

নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি ট্রেনিং সেন্টার হেয়াকো, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সাতক্ষীরা
- ০১৭১৬ ৭৯৫৩৬২
- raykabyo22@gmail.com

মোঃ ফরিদ উদ্দিন

নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, রাঙ্গামাটিয়া রাবার বাগান, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সিরাজগঞ্জ
- ০১৭৫৩ ৯১৮৭৩৮
- rezasagor8@gmail.com

আল আমিন

নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, এলপিসি, কাপ্তাই রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
- টাংগাইল
- ০১৭২১ ৫৩১০৪৫
- razonalamin@gmail.com

মোঃ সাব্বির জামান রাসেল

নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, কর্ণঝোড়া রাবার বাগান, শ্রীবর্দী, শেরপুর
- শেরপুর
- ০১৯৩৩ ২০২০৮৩
- sabbirzamanrasel@gmail.com

মোঃ রফিকুল ইসলাম

নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- হিসাব বিভাগ, বিএফআইডিসি সদর দপ্তর, ঢাকা
- চুয়াডাঙ্গা
- ০১৯১৬ ৬১৫১৩৭
- rafiqme62@gmail.com

মোঃ আবদুল্লাহ

নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (হিসাব)

- বিএফআইডিসি, কাঞ্চননগর রাবার বাগান ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- ময়মনসিংহ
- ০১৫৭৫ ০৫৬৬৬৩
- mdabdullah56663@gmail.com

মোঃ আনিছুর রহমান

নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, রাবার বিভাগ টাংগাইল-শেরপুর জোন, মধুপুর, টাংগাইল
- ময়মনসিংহ
- ০১৫৭২ ৩০৫৫৭২
- mdanisurrahman7780@gmail.com

মোঃ আব্দুর রশিদ

নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, সাঙ্গু মাতামুহুরী কাঠ আহরণ অ্যান্ড ফার্নিচার ইউনিট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম
- ময়মনসিংহ
- ০১৯৪৪ ২৭৪৪৭০
- mdroshid1010@gmail.com

মোঃ মাহবুবুর মোগল

নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

- বিএফআইডিসি, রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান, রাউজান, চট্টগ্রাম
- টাংগাইল
- ০১৭২২ ৪২৫০৫৯
- mdmahabubur@gmail.com

সীমা খাতুন

নিম্ন বিভাগীয় সহকারী
কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্র

- বিএফআইডিসি, রাবার বি
চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম
- রাজশাহী
- ০১৭৭১ ২২০৭৩৪
- shimakhtn014@gmail

জাতির পিতা

মোঃ আনোয়ার হোসেন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বাঙালি জাতির পিতা,
দেখিয়েছিলে তুমি বিশ্বকে
বাঙালি জাতির ক্ষমতা।
পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে
করেছিলে এ জাতিকে মুক্ত,
তাই আজ সকল বাঙালি
শেখ মুজিব ভক্ত।
জাগিয়ে তুলেছিলে তুমি পিতা
এ জাতির ঘুমিয়ে থাকা সত্তা,
তোমার জন্য বুঝেছিল জাতি
বাংলা মায়ের মমতা।
একজন আদর্শ পিতার মতো
একত্রিত করেছিল বীর সন্তানদের,
তাদের হৃদয়ে দিয়েছিলে
শক্তি সাহস স্বাধীনতা সংগ্রামের।
এক এক করে বীর সন্তানেরা
করেছিল প্রতিটি গ্রামকে শত্রুমুক্ত,
অবশেষে বাংলার মাটির মাঝে
বাঙালির অধিকার হয়েছিল উন্মুক্ত
তাইতো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
প্রতিটি বাঙালি তোমারই ভক্ত।

জীবন

আলআমিন

জীবন মানে কি?
আমরা সত্যি কি কখনো জানতে চেয়েছি?
আমি কে? কোথায় ছিলাম, কোথা থেকে এসেছি।
কোথায় আছি, কোথায় যাব ।
সত্যি কি কখনো জানতে চেয়েছি?
যদি আমি নাই জানি আমি কে? তবে কেন এত অহংকার?
কেন এত হানাহানি? মিছে পরিচয়হীন এ জীবনে
একটু চেষ্টা করি না জানতে
আমি কে?
তবেই তো আমি মানুষ বলতে পারব নিজেকে।

মা

মোঃ আনিছুর রহমান

মায়ের মতো এত দরদী আর এ জগতে নাই,
মায়ের কাছে থেকেই মোরা মাতৃভাষা পাই।
মায়ের হাত ধরেই আমরা হাঁটতে শিখি
মায়ের জন্যই আমারা বিশ্বজগৎ দেখি।
তারাই জীবনে শ্রেষ্ঠ
মায়ের মনে দেয়না যারা কোনো কষ্ট।
মায়ের পায়ের নিচে
সন্তানের সুখের মূল,
এ কথা বলে গেছেন
মোদের রাসূল ।
নিজের সমস্ত স্বপ্ন ত্যাগ করে মা
যেখানে আমাকে দিলো নতুন স্বপ্ন
দেখবার চোখ,
সেখানে আত্মহত্যা নয় বরং
অত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনার লড়াই হোক

....

মোঃ ফরিদ উদ্দিন

প্রকৃতির কি অপরূপ সৃষ্টি
রাবার গাছ কেড়েছে দৃষ্টি।
কখনো সবুজবীথি....
কখনো শুকনো পাতার মর্মর
পাতাহীন গাছের নিস্তব্ধতা
প্রকৃতির কাছে, তখন শূন্য মনে হয়।

আমরা স্মার্ট কর্মচারী
প্রযুক্তির যুগে যুগান্তকারী।
আমরা স্মার্ট কর্মচারী
বাংলাদেশের নব সূচনাকারী।
আমরা স্মার্ট কর্মচারী
প্রশিক্ষণ তথ্য উপাত্তকারী।

বৈশাখে ভ্রমণযাত্রা
ঢাকা থেকে সিলেট
গগনে গর্জে মেঘ
তীব্র গরমে অতিষ্ঠ
আনন্দে উল্লাসে মাতি
নৃত্য, গান, কবিতা

তুমি কোথায় ছিলে?

মোঃ শাহিনুর ইসলাম

বাস্তবতা কাকে বলে
বুঝবে তখন, শেষ হবে যখন
তোমার ছাত্রজীবন।
বলবে লোকে,
শাফী যখন A+ পেল SSC তে
তখন তুমি কোথায় ছিলে?
আত্মীয়-স্বজন বলবে,
কি কর ছেলে?
থাকবে না কিছু বলার
চেষ্টা করবে পালাবার।
বলবে লোকে,
আল আমিন যখন
Golden পেল HSC তে
তখন তুমি কোথায় ছিলে?
ছাত্র যখন ছিলে
নিয়েছ টাকা বেহিসেবে
এখন টাকা চাইলে
পারিস না কিছু করতে?
বলবে লোকে,
সোহাগ যখন ভর্তি হলো IBA তে
তখন তুমি কোথায় ছিলে?
ভেবেছিলে সমাজে তুমি হিরো
সমাজ বলবে বাবা তুমি কি করো?
বুঝতে পারবে ঠেকে
সমাজ কী চায় তোমার থেকে।
বলবে লোকে,
তুহিন যখন প্রথম হলো
University তে
তখন তুমি কোথায় ছিলে?
যা কিছুতে ছিলে ব্যস্ত
সেগুলোই করেছে ন্যস্ত
সহ্য করতে পারবে না তখন
বন্ধুরা খোটা দেবে যখন।
বলবে লোকে,
শুশান্ত যখন প্রথম হলো BCS এ
তখন তুমি কোথায় ছিলে?

বাবা

মোঃ সিফাতউল্লা চৌধুরী

তোমার নিয়ে কথা ভাবি সারাদিন,
কিভাবে যে মিটাবো বলো, বাবা তোমার ঋণ।

সেই যে কবে চলে গেলে, আসলে না আর ফিরে,
কীভাবে যে থাকছো তুমি, বাবা আমাদের ছেড়ে।

মনে পড়ছে আজো বাবা, সেই দিনগুলোর কথা,
যেদিন তুমি চিরতরে বুজলে চোখের পাতা।

মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে, কেমন আছো তুমি,
মনের অজান্তে খুঁজি বাবা, এখনো তোমায় আমি

সংসারের আজ হাল ধরেছি, তোমার অবর্তমানে,
তবুও তোমার প্রয়োজন কতটুকু, শুধু এ হৃদয়টা জানে।

পিতৃহীন জীবনের দুঃখগুলো, কাউকে যায় না বলা,
ত্রিভুবনে সবাই থাকলেও, আমি আজ একলা।

মধ্যবিত্ত
মোঃ আবদুল্লাহ

মধ্যবিত্তের বন্দরে রোজ
দুঃখ করে ভীড়
বুকের ভেতর শূন্যতার ঢেউ
পায়না খুঁজে তীর।

চাল খরিদে পকেটশূন্য
মাছ বাজারে আগুন
কথায় কথায় বউ চটে যায়
ক্যান আনি রোজ বেগুন?

কাঁচামরিচ পেঁয়াজের দাম
লাগাম ছাড়া গতি
সিন্ডিকেটে পকেট ভরে
কুলটা সমাজপতি।

ছেলেটা কয় কোচিং ফি-টা
তিন মাস ধরে বাকি
মেয়েটা কয় দিস্তা আনতে
ভুলে গেলে না-কি?

বৃদ্ধা মায়ে যখন জিগায়
ঔষধ কিনছ বাবা?
বুকের ভেতর ঠিক মনে হয়
চিল মেরেছে থাবা।

বাবার জমি বেচতে বেচতে
হালের জমি শেষ
সংসার চাকায় পিষে যাচ্ছে
সোনার বাংলাদেশ।

রাবার
মোঃ সাব্বির জামান রাসেল

রাবার তুমি হও ইলাস্টিক
নও তো তুমি প্লাস্টিক
তোমায় নিয়ে কর্ম করি
বজায় রাখি প্রেস্টিজ।

রাবার তুমি উপকারী
বায়ু কর ক্লিয়ার
তোমার বৃদ্ধি আরো আরো
বাংলাদেশে দরকার।

রাবার তুমি বানাও জুতা
বানাও আরো টায়ার
রেইনকোটে গামবুটে কো
আছে বহু কারবার।

রাবার তোমার কর্মচারী
কর্ম করি ছন্দে
নিয়মিত মেতে উঠি
রাবার তোমার গন্ধে।

রাবার তুমি প্রিয় আমার
তুমি আমার ইনকাম
তোমায় নিয়ে গর্ব আমার
গাইবো তোমার জয়গান।

দাবি
জেসমিন

পাইনি যেসব জীবনেতে তা নিয়ে আজ ভাবি
অনেক কিছুই পাওয়ার ছিল করিনি তো দাবি
করলে দাবি পেতাম কিনা ছিল না তাও জানা
হয়তো পেলে অশুল করে নিতাম ষোলআনা
ভাগ্য যদি থাকে তবে করতে হয় না দাবি
পাওয়ার হলে এমনি পেতাম এটাও আবার ভাবি
কপালে যা আছে লেখা সেটুকু পাব জানি
যেই যা বলুক কপালটাকে আমি ভীষণ মানি

জীবনের গল্প
মোঃ আল-আমিন রাজীব

একটি সময় ছিলো
কলম ও ডায়েরি নিয়ে বসলেই মনের মাঝে কবিতা চলে আসতো,
চলে আসতো ভালোলাগা-ভালোবাসার আনন্দঘন ছন্দ।
এখন
এখন আর কবিতা আসে না,
আসেনা কোনো ছন্দ।
আসে শুধু বিষণ্নতা,
অপ্রাপ্যতা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন
জীবনের গল্প।

রাবার গাছ

মিন্টু দাশ

পরিবেশকে রক্ষা করতে যে বৃক্ষ দরকার
রাবার গাছ রোপনে অনুমতি দিয়েছে সরকার।
সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষনকারী বৃক্ষ
পরিবেশের সুরক্ষা দিতে রয়েছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সাদা তরল কষে আর্থিক সহায়তা বেশ
বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ।
রাবার পণ্যে উৎপাদিত উপকরণ রয়েছে যতো
রাবার কাঠের ব্যবহার হবে সেগুন কাঠের মতো।

মুজিববর্ষে করা হয়েছে তারই অঙ্গীকার
রাবার কাঠের যাতে হয় পরিবেশ-বান্ধব ব্যবহার।
কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে রাবার বাগান অতি কার্যকর
ভাগ্য বদল করে সমাজ ও দেশ করছে স্বনির্ভর।

বিএফআইডিসি'তে রয়েছি মোরা গড়ে তুলব দেশ
তবেই রচিত হবে শেখ মুজিবের সোনার বাংলাদেশ।
জীবনে চলার পথে যতো অন্যায় আঘাত করুক
থাকব মোরা ন্যায়ের সাথে, পুরণে লক্ষ্য অটুট।

স্মার্ট বাংলাদেশ অগ্রযাত্রায় এবার মোরা ধরি হাল
রাবার চারা রোপন করে থাকব সুখে অনন্তকাল।

চলছি আমি পথ হারিয়ে

মোঃ মাহবুবুর মোগল

চলছি আমি সেই কবে থেকে পথ হারিয়ে,
পথ পাই নাই খুঁজে খুঁজে একা
মানুষ চলে যে পথে নির্ভুল সংকেতে।
এখানে চিনতে পারে না তারা আমাকে
উত্তেজিত ক্ষিপ্ত হয়ে,
শুধু ঠেলতে থাকে জীবনের মোড়ে মোড়ে
সেখানে ভীষণ জট বেঁধে গেছে।
আমার বিপন্ন স্বপ্ন নোংরা পানিতে সাঁতার কাটে
আমি কোথায় যাই, প্রতিদিন পথ হারাই,
বুকের ভেতর হাহাকার-দূরে সরে যাচ্ছি পরস্পর।
শুধু দেখি দুঃস্বপ্ন, কত সব সু-পরিকল্পিত চক্রান্ত।
অসংখ্য দুপুরে পথ হারিয়ে ফেলেছি এ শহরে,
পুলকিত বোধ করে
তবু কেউ একজন এসে যদি হাত ধরে।
এখনো আমার আসমান ভরা বেদনার মেঘ,
চলছি কোথায়? কোন সীমাহীন দূরে,
শুধু গাফিলতিতে শুধু খেয়ালের ভুলে।
হে পাঞ্জেরী, আমাকে দেখাও
তোমার নির্ভুল পথের দিশারি।

প্রিয় বাংলাদেশ

রতন চন্দ্র ধর

হৃদয়ে আমার গেঁথে আছে একটি দেশ
সেই দেশের নামটি হলো বাংলাদেশ।
এই দেশটিকে কিছুতেই ভুলবো না আমি
এ যে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি।
কিসের সাথে তোমাকে তুলনা দিই বলো
তুমি যে আমার মায়ের সমতুল্য।
অগ্রহায়ণে তুমি সুন্দর কতো
ঠিক যেন স্বর্গের মতো।
দুঃখ নেই মনে স্বর্গ না পেলে
গর্ব আমার, আমি বাংলাদেশের ছেলে।

প্রিয় স্বাধীনতা

মোহাম্মদ আজিম আনোয়ার

হে প্রিয় স্বাধীনতা, তুমি আসবে বলে
লাখো মায়ের বুক খালি হলো।
তুমি আসবে বলে,
এ দেহ রক্তে লাল হলো।

তুমি এলে অনেক প্রাণ যায় ঝরে,
তুমি এলে জনতার ছিল যাহার সাধ,
থাকবে না দুঃখ, কাটবে না অনাহারে।

গড়বে এ দেশ শান্তির নীড়,
রবে সেথা সুখ আর বন্ধুর শিবিরে।
অবশেষে এই হীনমানবতা,
আজও আছে রাজাকার-আলবদররা।

সমাজের কাছে আছে তাদেরই কদর,
এমন স্বাধীনতা চায়নি কখনো লাখো শহীদরা।
মাপ্রি, দেশ প্রিয়, প্রিয় স্বাধীনতা,
রাখি যেন তার মান, এই হোক আমার প্রতিজ্ঞা।

স্মরণ

পলাশ চন্দ্র সূত্রধর

আমি হারিয়ে ফেলেছি সেই দিনগুলি
যেদিন, প্রখর রোদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তাম
ছায়াঢাকা পুষ্করীনির,
দিঘল কালো জলে।
আমি হারিয়ে ফেলেছি সেই দিনগুলি
যেদিন, বনবনান্তে ঘুরে বেরাতাম
বুনো ফল কুড়ানো আর,
পাখির বাসা খুঁজে।
আমি হারিয়ে ফেলেছি সেই দিনগুলি
যেদিন, স্কুল পালিয়েও করতে হতো
চড়ুইভাতির আয়োজনে,
নাড়কেল সুপাড়ি চুরি।
আমি সত্যিই হারিয়ে ফেলেছি সেইদিনটা
ঘুম না এলে মায়ের কোলে শুয়ে
শুনতে চাইতাম,
রাজা-রাণীর গল্পটা।
ডানপিটে সেই ছেলেটা আজ নেই তো
আগের মতো
ঘোরে না সে বনবনান্তে, ঘুরছে দেশ যে কতো,
মানে না সে কোনো বাঁধা, নাই যে মায়ের শাসন
সত্যি মা হারিয়ে ফেলেছি, আমার প্রিয় ভুবন।

গাছ কেটোনা

সালমা আক্তার

গাছ কেটোনা, গাছ মেরোনা, গাছ আমাদের ভাই।
মন দিয়ে আজ শোনো সবাই বলতে যেটুকু চাই,
গাছের মতো এমন ভালো বন্ধু বেশি নাই।
দেয় সে ছায়া, তারই জন্যে শুদ্ধ হাওয়া পাই।
গাছের ডালে নানা রঙের ফুলের বাহার দেখি,
গাছের তাজা ফলের মেলা, নয়তো কিছুই মেকি।
গাছ লাগাতে মাটি খোঁড়ো বাসার আশেপাশে,
চোখে-মুখে আরাম পাবে গাছের পাতায়, ঘাসে।
গাছ লাগাতে, গাছ বাঁচাতে চলো আমরা যাই,
গাছ চুরিতে ব্যস্ত যারা, তাদের মুখে ছাই।

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

পলাশ চন্দ্র সূত্রধর

প্রশিক্ষণ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্ভাবনার নতুন দ্বার উম্মোচিত করতে পারে । কর্মীদের মধ্যে দক্ষতা, জ্ঞান ও কাজ করার স্পৃহা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয় । প্রশিক্ষণ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে থাকে ।

প্রশিক্ষণ যত হবে সুকঠিন শাণিত, দক্ষতা তত হবে পরীক্ষিত ও উন্নত। কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে পেশার উৎকর্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রশিক্ষণ কাঙ্খিত সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। ব্যক্তি মানুষের ব্যবহার ও আচরণ সৃষ্টিতে প্রক্ষিণের কোনো বিকল্প নেই। একজন শিশু তার পারিবারিক পরিমণ্ডলে ভাষা হতেশুরু করে যাবতীয় আচরণগত বৈশিষ্ট্য রপ্ত করে শুধুমাত্র অনুসরণগত শিক্ষনের মাধ্যমে। এরপর ওই শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই তাকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। বিষয় ও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষিত একজন মানুষকে দক্ষ মানুষে পরিণত করা হয়। এভাবেই উন্নত সমাজ ও সভ্যতা ব্যাপ্তি লাভকরে। কাজেই কাউকে একদিনের খাবার হিসেবে প্রোটিন না দিয়ে, প্রোটিনযুক্ত খাবার কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় সেটা শিখিয়ে দেওয়াটাই জরুরি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক সাফল্যজনক উন্নয়নধারা অতিক্রম করছে। এ কর্মধারার মূলভিত্তি সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ। এর চালিকাশক্তি এক বিশালতরুণ জনগোষ্ঠী। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এই তরুণ জনগোষ্ঠীকে দেশে সকল চলমান অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রের দক্ষ চালিকাশক্তি হিসেবে প্রস্তুত করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অমিত সম্ভবনার এ তারুণ্যকে সচেতন এবং দক্ষতায় অভিষিক্ত করা আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রকৃত যাত্রাপথ। মানুষ মূলত শান্তিকামী। মানুষের জন্য একটি নিরাপদ এবং মানসম্মত শান্তিময় জীবন অর্জনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থার সংগঠন ও বিভাগের হাজার হাজার লাখ লাখ কর্মীগোষ্ঠী কর্মে নিয়োজিত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। তাই একটি দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।

প্রশিক্ষণ একটি চলমান ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া যার দ্বারা জ্ঞান, দক্ষতা, অনুভূতি ও আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো হয়। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো, তার কাজ সর্বোত্তমভাবে সম্পাদনে তাকে প্রস্তুত করা ও তার নিকট থেকে সবচেয়ে বেশি ফল অর্জন করা। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বিনিয়োগ ও জেন্ডার নিরপেক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে উঠতে সক্ষম হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ নিষ্ঠাবান, পেশাদারিত্ব ও শৃঙ্খলার মান উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। প্রশিক্ষণকে সফল, সুন্দর ও সার্থক করতে হলে প্রশিক্ষণ কর্তৃপক্ষকে কিছু প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণে মনোযোগী ও যত্নবান হতে হয়। যেমন সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের জন্য অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য-সদস্যার আবাসন ও রান্নাসামগ্রীর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরতে হয়। সকল প্রশিক্ষণের জন্য মাঠ ও ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করতে হয়। যে সংগঠন ও সংস্থার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজনতাকে সেই সংগঠন বা সংস্থার উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের মতো শ্রমবান্ধব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদের দক্ষতা ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধীন আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকায় আয়োজিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের গুরুত্ব অপরিসীম।

মোবাইল

রতন চন্দ্র ধর

'বিজ্ঞান মানুষকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করেছে।' প্রচলিত কথাটি বর্তমানে বাস্তবসমত রূপ লাভ করেছে। বিজ্ঞানের জয়বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে। বিজ্ঞানের দানই আজকের এই আধুনিক যুগ। এ যুগের বিজ্ঞান ও অজানাকে জানা, প্রশ্নের উত্তর, কল্পনা সবকিছুই বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে এনেছে প্রভূত সাফল্য। বর্তমান ব্যস্ত পৃথিবীর লোকের জন্য মোবাইল অত্যন্ত সুবিধাজনক। মোবাইলে কথা বলার কৌশল অনেকটা টেলিফোনের মতই তবে এক্ষেত্রে ব্যবহারের কৌশল আলাদা।

১৮৮৫ সালে ২২ জানুয়ারি জার্মানের ডেইলমার সর্বপ্রথম মোবাইল আবিষ্কার করেন। সে সময় থেকেই এটা প্রচলিত হতে থাকে, কালের বিবর্তনে অনেক অনুসন্ধানী বিজ্ঞানী মোবাইলের সংস্কার করেন। পরবর্তীতে এটাকে আরও উন্নত করা হয়। তারপরই উদ্ভব ঘটে উন্নত সুবিধাজনক বলেই অনেকে এটা ব্যবহার করছে এবং বর্তমানে মোবাইল হাতের ঘড়ির মতো ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমানে ছোট থেকে বড় সবার হাতেই মোবাইল থাকে। কেননা এটা যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। আর সেই জন্য মোবাইল কোম্পানিগুলোও বেশ মেতে উঠেছে। একে তো লাভজনক ব্যবসা তার উপর জনপ্রিয়তা।

বাংলাদেশে মোবাইলে জনপ্রিয়তা এতো বেড়ে গিয়েছে যে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও একটা মোবাইল থাকা চাই। এখানেও অত্যন্ত উন্নতমানের মোবাইল পাওয়া যাচ্ছে। এখন মোবাইল Message পাঠানোসহ আরও অনেক ব্যাপারে সুবিধা করে দিয়েছে। অনেক মোবাইলে যোগাযোগের সাথে ক্যামেরাও ব্যবহার করা হচ্ছে।

পৃথিবীর কোনো কিছুই ত্রুটিহীন নয়। সে ক্ষেত্রে মোবাইলও নয়। অনেক সময় মোবাইলে প্রয়োজনে মিস কল দেওয়া হচ্ছে না ফোন করে বিরক্ত করা হচ্ছে। এটা অবশ্যই মোবাইলের অপব্যবহার। তাছাড়া, কোনো কোনো মোবাইল কোম্পানিগুলো রাতে কথা বলার জন্য ফ্রি করে দিচ্ছে। যেটা সাধারণ জনগণের কোনো কাজে আসে না। কেননা সাধারণ জনগণের মধ্যে যারা চাকুরিজীবী, তারা দিনে কাজ করে রাতে বিশ্রাম নেন, তখন অন্যকে ফোন করা বা কথা বলা তাদের কাজে প্রয়োজনীয় কিছুই নয়। এর ব্যবহার করছে ছাত্র ছাত্রীরা। রাতে বন্ধু-বান্ধবের সাথে কথা বলে আর দিনে ক্লাসে বিরক্তি ভাব পোষণ করে। এক্ষেত্রে তরুণীদেরকেও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তাছাড়া, মোবাইলকে সারাক্ষণ পকেটে রাখলে হার্টের অসুবিধা হয়। সুতরাং এই ধরনের অপব্যবহারকে রোধ করতে হবে সচেতন হতে হবে মোবাইল কোম্পানিগুলোর। অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষ বাহিরের দেশের মোবাইল ব্যবহার করছে। এতে করে টাকাগুলো জমা হচ্ছে বিদেশি ব্যাংকে। তাছাড়া SMS করার ক্ষেত্রে বাংলাকে ইংরেজিতে লিখে পাঠানো হচ্ছে অন্য জায়গায় যেমন: "TOMRA SABAI KAMON ACHO" - এই ধরনের অদ্ভূত ভাষা বাংলা ভাষাকে একদিকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করছে তেমনি বাঙালিদেরকে নিরবে প্রতারিত করছে।

তবে মোবাইলের অপকারিতার চেয়ে উপকারিতা অনেকাংশেই বেশি। বর্তমানে"Balance Transfer" কৌশলটি অনেক উপকার করছে জনগণের। নিজের কাছে টাকা না থাকলে মোবাইলের মাধ্যমে টাকা আনা অন্য কারো কাছ থেকে। তাছাড়া, দেশে বিদেশের যেকোনো লোকের সাথে ইচ্ছেমত সময়ই কথাবলতে পারবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মোবাইল অপরিহার্য। মোবাইলের মাধ্যমে আমরা দূরের লোকজনের সাথে কথা বলতে পারি ইচ্ছানুসারে। দূরের মানুষকে এনে দেয় কাছে। নিজের কথাগুলো নিমিষেই জানাতে পারি প্রিয়জনকে। এই মোবাইলের অপব্যবহার রোধ করার জন্য সর্বস্তরের লোকদের একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কেননা এটা যোগাযোগের একটা অন্যতম মাধ্যম।

কোর্স পরিচালক মহোদয়ের উপভোগ্য ক্লাসে

জনাব দিলরুবা ইয়াসমিন দোলা মহোদয়ের প্রেজেন্টেশন ক্লাসে

জনাব মোঃ শাব্বির আহমেদ, উপসচিব মহোদয়ের উপভোগ্য সেশনে আমরা

বিএফআইডিসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের সেশন

বিএফআইডিসির পরিচালক (অর্থ) জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মহোদয়ের ক্লাসে

বইয়ের খোঁজে সবাই যখন লাইব্রেরিতে

বিএফআইডিসির সচিব জনাব এস এম মঈন উদ্দীন মহোদয়ের ক্লাসে

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন মহোদয়ের সেশনে আমরা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী মহোদয়ের ক্লাসে আমরা

বিএফআইডিসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের সেশন

বিএফআইডিসির মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন ও বিক্রয়) জনাব মেহেরুন্নেসা চৌধুরী স্যারের সাথে

বিএফআইডিসির ব্যবস্থাপক (হিসাব) জনাব মোঃ জিয়াউল হক স্যারের ক্লাসে

বিএফআইডিসির উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) জনাব কে এম মাহবুব আলম স্যারের ক্লাসে

প্রফেসর ডা. প্রাণগোপাল দত্ত এম.পি. মহোদয়ের উপভোগ্য সেশনে

বীর প্রতীক জনাব কাজী সাজ্জাদ আলী জহির মহোদয়ের সেশনে মহান মুক্তিযুদ্ধের আবেগ ভরা

ক্যাফেটেরিয়ায় আমরা

ক্যাফেটেরিয়ায় আমরা পবিত্র রমজানে ইফতারের সময় আমরা

জাফলং এর খাসিয়াপাড়ার চা বাগানে সবার যখন উড়ুউড়ু মন

রাতারগুলের অপরূপ প্রকৃতির সান্নিধ্যে আমরা

শিক্ষা সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে আমরা বিএফআইডিসি, সিলেট জোন দপ্তরে

মালিনীছড়া চা বাগানের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগকালে

শিক্ষা সফরে পাথরের দুনিয়া ভোলাগঞ্জ, সাদা পাথরে কোর্স পরিচালক ও কো-অর্ডিনেটরের সাথে আমরা সবাই

ভোলাগঞ্জ, সাদা পাথরে যাওয়ার সময় মধ্যাহ্ন বিরতিতে সবাই

ভোলাগঞ্জ সাদা পাথরের নিলাভ জলে ছেলেদের উল্লাস

প্রভাতের শুরুতে আমরা

মনোযোগ সবার বলের দিকে

বৈকালিক পিটি সেশনের প্রস্তুতিকালে

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা